মাধ্যমিক স্তরে একমুখী শিক্ষাক্রমের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

একমুখী শিক্ষাক্রম ব্যবস্থা গ্রহণ শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। কিন্তু এই পদক্ষেপ নিম্ন মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু না করে মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এতে করে পাঠ্যসূচীর ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রথমে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে ধাপে ধাপে শিক্ষাক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করলে শিক্ষার গুণগত এবং পরিমাণ গত উভয় মানই শিক্ষার্থীদের পক্ষে গ্রহণ করা অধিকতর সহজ হত। চলমান শিক্ষাক্রম সম্পর্কে বলা হয়েছে, মাত্র তের বছর বয়সেই একজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষার বিশেষ শাখা (বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা) বেছে নিতে বাধ্য করা হয়। অপরিণত বয়সের একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে এ জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ পরবর্তী জীবনে বেশ দুর্ভোগের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। অথচ একমুখী শিক্ষাক্রম ব্যবস্থায় নবম-দশম শ্রেণীতে যে শিক্ষাক্রম সন্নিবেশ করা হয়েছে তাতে পূর্ববর্তী সকল গ্রুপের পাঠ্যসূচীর সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, নবম-দশম শ্রেণীর প্রতিটি বিষয়ে এমন সব সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা আত্মস্থ করা উক্ত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের কেবল কষ্টকরই নয়; বরং দুঃসাধ্যও বটে। এই শিক্ষাক্রমে অর্থনীতি থেকে আরম্ভ করে ইতিহাস, হিসাব-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান এমনকি পদার্থ-বিজ্ঞান বিষয় পর্যন্ত একজন ছাত্র/ছাত্রীকে অধ্যয়ন করতে হবে। যা প্রায় শতকরা ষাট (৬০%) ভাগ ছাত্র/ছাত্রীর পক্ষেই অসম্ভব। একমুখী শিক্ষাক্রম চালু হলে ষোল বছর বছর পূর্বেই বেশির ভাগ শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ঝরে পড়বে। এতে ব্যাপক হারে শিশু-কিশোর বাংলাদেশের সর্বত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকতে বাধ্য হবে এবং এদের বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। এতে সমাজে অস্থিরতা বেড়ে যাবে। এদের জন্য প্রয়োজন হবে পর্যাপ্ত কারিগরি শিক্ষা, কৃষিশিক্ষা, মৎস্য ও পশু সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান, হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পের বিকাশ ঘটানোর জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তিগত জ্ঞানের উদ্ভাবন এবং সর্বোপরি পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরণ যা এখনই সরকারকে বিশেষভাবে বিবেচনায় আনতে হবে। একমুখী শিক্ষাক্রম চালু করার লক্ষ্যে বলা হয়েছে, বিদেশী কনসালট্যান্ট এবং সেসিপ এর বিষয় বিশেষজ্ঞগণ এ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেছেন। বিদেশী কনসালট্যান্ট এবং সেসিপ-এর বিশেষজ্ঞগণ ভেবে দেখেছেন কি এ দেশ ব্রিটেন কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয় এ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল একটি দেশ। বর্তমান শিক্ষাক্রম চালু হলে সকল ছাত্রছাত্রীর অর্থনীতি, ইতিহাস, পৌরনীতি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, হিসাববিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান ও পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ের মত জটিল বিষয়গুলো অধ্যয়ন করার আদৌ কতটুকু প্রয়োজনীয়তা আছে? এই বিষয়গুলো সকল ছাত্রছাত্রীর পক্ষে একই সময়ে কতটুকু অধ্যয়ন করা সম্ভব? একমুখী শিক্ষাক্রম চালু করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ ও শ্রেণীকক্ষ সম্প্রসারণের বিষয়টি বিবেচনায় এনে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নবম-দশম শ্রেণীতে একই সময়ে অনেক ছাত্র/ছাত্রী শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থাকবে। ফলে শিক্ষকদের পক্ষে শিখনফল কতটা অর্জিত হয়েছে তা যাচাই করা সম্ভব হবে না। শিক্ষার্থী অনুপাতে তাই বাংলা এবং ইংরেজি বিষয়ের মতো অন্যান্য বিষয়ের একাধিক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। অন্যথায় সহযোগিতামূলক দক্ষতা, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক দক্ষতা, বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, যোগাযোগ দক্ষতা কতটুকু অর্জন করেছে তা যথাযথ মূল্যায়ন করা শিক্ষকদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তাছাড়া বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি -এর মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়ের শিখন শেখানো কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সম্মানিত সদস্যগণ এবং প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা থাকতে হবে অত্যন্ত সুদূর প্রসারী। অষ্টম শ্রেণীর অকৃতকার্য কোন ছাত্র/ছাত্রীকেই নবম শ্রেণীতে প্রমোশন দেয়া উচিত হবে না। এ প্রেক্ষিতে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অকৃতকার্য-কোন ছাত্রছাত্রীকেই পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তীর্ণের ব্যাপারে কোন প্রকার সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করতে হবে।

সুবিধা :

১। কমন কারিকুলাম চালু হলে এস.এস.সি উত্তীর্ণ ছাত্র/ছাত্রীদের গুণগত মান বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।
২। যে সকল শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী এইচএসসি-তে তাদের পছন্দ মতো বিভাগে ভর্তি ও অধ্যয়নের অধিকতর সহজ সুযোগ সৃষ্টি হবে।
৩। একমুখী শিক্ষাক্রম ব্যবস্থায় পাঠ্য পুস্তকের গুণগত মান যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে।
৪। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী শিক্ষকবৃন্দকে বেশি বেশি মূল্যায়ন করবে ও সম্মান দেখাবে।
৫। সরকারের নতুন করে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন কমে যাবে।
৬। উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা কমে আসবে।
৭। শিক্ষিত যুব বেকারের সংখ্যা ব্যাপকহারে হ্রাস পাবে।
৮। দেশে কর্মীর হাত বেড়ে যাবে।
৯। দেশের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে যাবে।
১০। দেশের যুব সমাজ কারিগরি শিক্ষার দিকে এগিয়ে আসবে।
১১। কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে কাজের মাধ্যমে আর্থিক সচ্ছলতা আনয়নের মনোভাব সৃষ্টি হবে।
১২। ছাত্র রাজনীতির অভিশাপ থেকে দেশ অনেকটা মুক্তি পাবে।
১৩। উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে অস্থিরতা এবং সেশনজট কমে আসবে।

অসুবিধা :

১। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও মাইক ব্যবহারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
২। ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার আনুপাতিক হারে সেকশন করে শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
৩। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষক নির্ভরতা বেড়ে যাবে।
৪। শিক্ষকদের নৈতিকতা এবং ন্যায়পরায়ণতা প্রয়োগ ক্ষমতা কমে যাবে।
৫। শিক্ষকদের উপর সামাজিক প্রভাব বেড়ে যাবে।
৬। কোন কোন শিক্ষক প্রতিষ্ঠানভেদে প্রভাবশালী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের উপর জিম্মি হয়ে পড়বে।
৭। একজন সাধারণমানের ছাত্র/ছাত্রীর জন্য ইংরেজি, গণিত, অর্থনীতি এবং সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়গুলো অত্যন্ত দুর্বোধ্য হবে।
৮। উপযুক্ত গৃহ শিক্ষক/কোচিং ক্লাস ছাড়া পরীক্ষায় ভাল ফলাফল আশা করা বোকামী হবে।
৯। ব্যাপকহারে বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষকের ঘাটতি দেখা দিবে।
১০। কেবল শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক ঘাটতি দূর করা সম্ভব হবে না।
১১। এসএসসি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বর্তমানের তুলনায় প্রায় অর্ধেকে নেমে আসবে।
১২। উচ্চ মাধ্যমিক/ডিগ্রী পর্যায়ের কলেজগুলোতে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ব্যাপক হারে হ্রাস পাবে।
১৩। উচ্চশিক্ষার দ্বার সংকুচিত হবে।
১৪। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমূহের মধ্যে অনেক কলেজে ছাত্রছাত্রী হ্রাসের কারণে অধিভুক্তি বাতিল করতে হবে।
১৫। অধিভুক্তি বাতিলকৃত কলেজের শিক্ষকদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে।
১৬। গ্রাম অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার হার ব্যাপকহারে কমে যাবে।
১৭। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার খরচ যোগানোর জন্য তাদেরকে অনৈতিক উপার্জনের দিকে ঠেলে দিতে পারে।
১৮। নিম্নবিত্ত এবং বিত্তহীন পরিবারের সন্তানদের উচ্চশিক্ষার দ্বার প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে।
১৯। শিশু ও কিশোর শ্রমিকের সংখ্যা ব্যাপকহারে বেড়ে যাবে।

উল্লেখিত অসুবিধাসমূহ যথাযথ বিশ্লেষণ করে দূরীকরণের জন্য এখনই পদক্ষেপ নিতে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

মোঃ হুমায়ুন কবীর বেপারী,
অধ্যক্ষ, হাজী মিছির আলী ডিগ্রী কলেজ,
দেলপাড়া, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ ১৪২১।

2 2 SEP 2005 ... ৪ ... ৩